বাংলা আইডল বনাম বাংলাদেশী আইডল

কর্ণফুলীর সাংস্কৃতিক সংবাদ

প্রবাসী শিল্পী ও নিবেদিত সাংস্কৃতিক প্রান আতিক হেলালের উদ্যোগে বর্তামনে সিডনীতে 'বাংলাদেশী আইডল' নামে কণ্ঠ প্রতিযোগিতার যে অনুষ্ঠানটি চলছে তা নিয়ে আরেকজন সাংস্কৃতিসেবী ও কণ্ঠসাধক মিজানুর রহমান তরুন আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন মুলত এই মহতী উদ্যেগটি আরো কয়েকজন সমমনার সাথে জোট বেঁধে তিনি প্রথম নিয়েছিলেন। যথা সময়ে কমিটি গঠন করা হয় এবং তরুনকে উক্ত কমিটির প্রধান (কনভেনর) হিসেবে স্বতস্ফুর্তভাবে মনোনয়ন দেয়া হয়। কমিটির নির্বাচিত আদি প্রতিযোগী অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'বাংলা আইডল ইন অষ্ট্রেলিয়া', যাতে শুধু বাংলাদেশ নয় বরং সকল প্রবাসী বাংলাভাষীকে প্রতিযোগীতায় আমন্ত্রিত করার উদ্যেগ নেয়া হয়েছিল। সে মোতাবেক দিনরাত খেটে তরুন তার একনিষ্ঠ সহযোগী কাইয়ুম, রহমত উল্যাহ ও আতিককে নিয়ে পুরো বিষয়টিকে প্রায় আশিভাগ গুছিয়ে এনেছিলেন। অনুষ্ঠানের থীম সঙ বাজিয়ে বিভিন্ন বাংলা রেডিওতে জোরেসোরে প্রচার চালানো শুরু করেন। তাদের আমন্ত্রনে সাড়া দিয়ে প্রচুর আগ্রহী বাংলাভাষী এগিয়ে আসেন এবং প্রতিযোগীতায় নিজেদের নাম লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু আতিক হেলাল ও তার কয়েকজন সহচরের একগুঁয়েমির জন্যে পশ্চিমবঙ্গ বংশদ্ভুত প্রচুর বাংলাভাষী আগ্রহ থাকা সত্বেও উক্ত প্রতিযোগীতায় নাম লিখাতে পারেননি। জনাব আতিকের যুক্তি ছিল আয়োজক ও প্রযোজক যেহেতু বাংলাদেশী সেহেতু কোনভাবে অন্যদেশের প্রতিযোগীদের এতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবেনা। এধরনের অযৌক্তিক ও সংকীর্ন চিন্তার প্রতিফলনে উদারপন্থী তরুন মারাত্মভাবে আঘাত পান এবং কিছুট থমকে যান। দেশ থেকে চুড়ান্ত পর্যায়ে বিচারক আনার বিষয়েও আতিক এবং তরুনের মধ্যে 'চারিত্রিক' বিভেদ দেখা দেয় বলে তরুন কর্ণফুলীকে জানিয়েছেন। বাংলাদেশের একজন পড়ন্ত ও ক্ষয়ে যাওয়া পপসঙ্গীত শিল্পী পার্থ বড়ুয়া সহ আরো দুজন ব্যক্তিকে বিশেষ উদ্দেশ্যে অষ্ট্রেলিয়াতে বিচারক হিসেবে চুড়ান্ত প্রতিযোগীতায় আমন্ত্রন জানানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন আতিক। বাংলাদেশ থেকে বিচারক আনার 'দুরভীসন্ধিমুলক' ঐ পরিকল্পনাতে তরুনের সম্মতি না মেলায় আতিক মারাত্মকভাবে ক্ষেপে যান বলে তরুন জানান। তারপর থেকে সবার অজান্তে ধীরে ধীরে দুজনের দুরত্ব বাড়তে থাকে, স্তীমিত হতে থাকে বাংলা আইডলের কর্মকান্ড। তবুও প্রতিশ্রুত তরুন তার সহকর্মীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বেশ আড়ম্বপূর্নভাবে গত ২৫শে মার্চ সিডনী মহানগরের সন্নিকটে সেন্ট পিটার্স টাউন হলে 'বাংলা আইডল ইন সিডনী'র মহরত অনুষ্ঠান উদযাপন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় দুডজন প্রতিযোগী তাদের নাম লিপিবদ্ধ ও অঙ্গিকারনামায় সই করতে আসেন। [বাংলা আইডলের ছবি দেখতে টোকা মারুন]

পরস্পরের আত্মসম্মান, সততা, চরিত্র ও অহমিকার টানপোড়েনে শেষপর্যন্ত এই সংগঠনটির অপমৃত্যু হয় এবং শশ্মানের সেই ভস্ম থেকে তাৎক্ষনিক জন্ম নেয় ভিন্ন নামের আরেকটি সংগঠন। আতিক হেলাল তার কয়েকজন সমমনা সাথীকে নিয়ে ছিটকে পড়েন মুলধারা থেকে। তিনি নিজে 'বাংলাদেশী আইডল' নামের আরেকটি নুতন সাংস্কৃতিক ছাতা খুলে দাঁড়ান। 'বাংলা আইডল ইন অষ্ট্রেলিয়া'র খাতায় যে প্রতিযোগীরা গত ২৫/০৩/২০০৭ নাম লিখিয়েছিলেন ও চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন সেই প্রতিযোগীদেরকে বিভাজনের বিষয়টি পরিষ্কার না করে তিনি তাদেরকে তার সাংস্কৃতিক ছাতার তলে সমবেত হতে আহ্বান জানান বলে তরুন জানালেন। অতপর আতিকের ডাকে সাড়া দিয়ে 'নুতন মোড়কে পুরানো মাল' এর মত সেই প্রতিযোগীরা কণ্ঠ-প্রতিযোগীতায় মাঠে নামেন। 'বাংলাদেশী আইডল' তাদের প্রথম এ্যাপিসোড পরিবেশন করেন গত ০১/০৭/২০০৭ ঠিক একই হলে একই মঞ্চে যেখানে 'বাংলা আইডল' ২৫ মার্চ তাদের মহরত অনুষ্ঠান করেছিলেন। বাঙ্গালীর সহজাত অভ্যেস বিভেদ ও বিভাজনের কথা বাদ দিলে আতিক হেলালের শ্রম, ধৈর্য, সাধনা ও প্রচেষ্টার সাধুবাদ করতেই হয়। প্রবাসে প্রথমবারের মত এমন একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠান পরিবেশন ও সংযোজন করাতে কমিউনিটির অনেকে আতিক হেলালের ভুয়সী প্রশংসা করছেন। [বাংলাদেশী আইডলের ছবি দেখতে এখানে টোকামারুন]